জাতীয় সংসদ নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নম্বর-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০০৯.২৫-৩৭০

তারিখ: ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ / ১১ ডিসেম্বর ২০২৫

পরিপত্র-১

বিষয় : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনি সময়সূচি জারি, সময়সূচির প্রজ্ঞাপন, রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের প্রজ্ঞাপন, সময়সূচির গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, প্রার্থীর যোগ্যতা-অযোগ্যতা, নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য নতুন ব্যাংক একাউন্ট খোলা এবং ছবিসহ ও ছবিছাড়া ভোটার তালিকার ব্যবহার।

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (১) অনুসারে, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, জাতীয় সংসদ গঠন করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকা হতে একজন সদস্য নির্বাচনের লক্ষ্যে ভোটারগণকে আহবান জানিয়ে ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিম্নে বর্ণিত সময়সূচি ঘোষণা করেছেন:

রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ	:	১৪ পৌষ ১৪৩২ ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫	সোমবার
রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ	:	১৫-২০ পৌষ ১৪৩২ ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৪ জানুয়ারি ২০২৬	মঙ্গলবার-রবিবার
মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের তারিখ	:	২১-২৭ পৌষ ১৪৩২ ০৫-১১ জানুয়ারি ২০২৬	সোমবার-রবিবার
আপিল নিষ্পত্তির তারিখ	:	২৮ পৌষ-০৪ মাঘ ১৪৩২ ১২-১৮ জানুয়ারি ২০২৬	সোমবার-রবিবার
প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	:	০৬ মাঘ ১৪৩২ ২০ জানুয়ারি ২০২৬	মঙ্গলবার
প্রতীক বরাদ্দের তারিখ	:	০৭ মাঘ ১৪৩২ ২১ জানুয়ারি ২০২৬	বুধবার
ভোটগ্রহণের তারিখ	:	**২৯ মাঘ ১৪৩২** **১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬**	**বৃহস্পতিবার**

২। **সময়সূচির প্রজ্ঞাপন:** নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত উল্লিখিত সময়সূচির আলোকে ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো **(সংলগ্নী-১)**।

৩। **রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ:** নির্বাচন পরিচালনার জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা মহানগরীস্থ নির্বাচনি এলাকার জন্য বিভাগীয় কমিশনার, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা এবং অন্যান্য নির্বাচনি এলাকার জন্য জেলা প্রশাসকগণকে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে স্ব-স্ব উপজেলার জন্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ), সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন অফিসার, উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) তেজগাঁও সার্কেল, সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণের অধিক্ষেত্রও নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ আইন ও বিধি মোতাবেক রিটার্নিং অফিসারকে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করবেন এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, রিটার্নিং অফিসারের অধীনে থেকে প্রয়োজনবোধে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন।

অফিসের ঠিকানা ঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগ ঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইল ঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেস ঃ www.ecs.gov.bd

৪। রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের প্রজ্ঞাপন: রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে জারি করা হয়েছে। জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো **(সংলগ্নী-২)।**

৫। সময়সূচি সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি জারি: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (১) অনুসারে কমিশন কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারির পর গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (২) ও (৩) অনুসারে রিটার্নিং অফিসার প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত সময়সূচির আলোকে যথাশীঘ্র সম্ভব আসন ভিত্তিক গণবিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তিতে কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচির উল্লেখ থাকবে। এতদভিন্ন রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করে একই গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মনোনয়নপত্র আহবান করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, মনোনয়নপত্র অফিস চলাকালীন সময় অর্থাৎ সকাল ০৯:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ০৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত সরকারি ছুটির দিনসহ বিতরণ ও গ্রহণ করা হবে। আরও উল্লেখ্য যে, নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থী, প্রস্তাবকরী ও সমর্থনকারী কর্তৃক সরাসরি মনোনয়নপত্র দাখিল করা যাবে। গণবিজ্ঞপ্তিটি সহকারী রিটার্নিং অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার দর্শনীয় স্থানসমূহে টাঙ্গিয়ে জারি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক গণবিজ্ঞপ্তি জারির একটি নমুনা এতদসংগে প্রেরণ করা হলো **(পরিশিষ্ট-ক)**।

৬। প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার বিধানের উদ্ধৃতাংশ প্রেরণ: জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বা থাকার যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিষয়ে সংবিধানের ৬৬(১)(২) ও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২(১) অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের "প্রজাতন্ত্রের কর্ম" ও "সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ" এর ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশ এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো **(পরিশিষ্ট-খ)।** উল্লেখ্য যে, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১২(১) এর উপ-দফা (কক) তিনি আদালত কর্তৃক ফেরারী বা পলাতক আসামী হিসাবে ঘোষিত হইয়া থাকেন, উপ-দফা (গ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, উপ-দফা (ড) অনুযায়ী কোম্পানীর পরিচালক বা ফার্মের অংশীদার হন [যাহা] কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত কোন ঋণ বা তার কোন কিস্তি মনোনয়নপত্র দাখিলের দিনের পূর্বে পরিশোধে ব্যর্থ হলে নির্বাচনে প্রার্থী হতে অযোগ্য হবেন। কিন্তু অনুচ্ছেদ ১২ এর দফা (১) এর উপ-দফা (ঠ) কৃষি কাজের জন্য গৃহীত ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ ব্যতীত, মনোনয়নপত্র দাখিলের দিনের পূর্বে ব্যাংক হতে গৃহীত কোন ঋণ বা তার কোন কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে নির্বাচনে প্রার্থী হতে অযোগ্য হবেন। সেই সাথে উপ-দফা (ঢ) অনুযায়ী মনোনয়নপত্র দাখিলের দিনের পূর্বে প্রদেয় সরকারি টেলিফোন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি বা অন্য কোন সেবা প্রদানকারী সংস্থার বিল পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে নির্বাচনে প্রার্থী হতে অযোগ্য হবেন। অনুচ্ছেদ ১২(৩খ) উপ-দফা (২) এর অধীন প্রত্যেক মনোনয়নপত্রের সহিত প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি হলফনামা যাহার সহিত সর্বশেষ করবছরের আয়কর রিটার্নের কপি সংযুক্ত করিয়া দাখিল করিতে হইবে। উল্লিখিত বিধানসমূহ স্থানীয়ভাবে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতেও এ বিষয়ে প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে।

৭। লাভজনক পদ বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মেয়র ও চেয়ারম্যানদের প্রার্থী হওয়া: লাভজনক পদ অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সরকারের শতকরা ৫০ ভাগের অধিক শেয়ার রহিয়াছে এরূপ কোনো কোম্পানির কোনো অফিসে সার্বক্ষণিক কোনো পদ বা পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা ব্যক্তি নির্বাচনে প্রার্থী হতে অযোগ্য হবেন। এছাড়া উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ এর চেয়ারম্যান এবং সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার মেয়রের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/ আধা-স্বায়ত্বশাসিত ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত অফিস/প্রতিষ্ঠানের বা কর্পোরেশন অথবা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, কর্তৃপক্ষ এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনসমূহে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য পদ্ধতিগতভাবে পদত্যাগ করতে হবে।

৮। একাধিক আসনে প্রার্থিতা: গণপ্রতিনিধিত্ব আদশ, ১৯৭২ এর ১৩ক অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন ব্যক্তি একই সময়ে ০৩ (তিন)টির অধিক নির্বাচনি এলাকায় প্রার্থী হতে পারবেন না। যদি কোন ব্যক্তি একই সময়ে ০৩ (তিন) টির অধিক নির্বাচনি এলাকায় প্রার্থী হন তা হলে সকল নির্বাচনি এলাকার জন্য তাঁর সকল মনোনয়নপত্র বাতিল হবে।

৯। নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যাংক একাউন্ট খোলা: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪৪খখ অনুসারে প্রত্যেক নির্বাচনি এজেন্টকে অথবা এজেন্ট নিয়োগ করা না হলে প্রার্থী কর্তৃক নিজে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য (ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত) তফসিলি ব্যাংকে পৃথক একাউন্ট প্রয়োজন হবে। উক্তরূপ ব্যাংক একাউন্ট হতে ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যয়ের সমূদয় অর্থ পরিশোধ করতে হবে। নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি ২৯ অনুসারে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী ফরম-২০ এ এবং প্রার্থীর সম্পদ, দায়-দেনা ও তার বাৎসরিক আয়-ব্যয় বিবরণী ফরম-২১ মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল করার বিধান রয়েছে।

১০। প্যানেলভুক্ত ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে পোস্টাল ব্যালটে (ICPV) ভোটপ্রদানের জন্য নিবন্ধন কার্যক্রমের বিষয়ে অবহিতকরণঃ ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ পোস্টাল ব্যালটের (আইটি সাপোর্টেড) মাধ্যমে ভোট প্রদান করতে পারবেন। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার দিন হতে ১৫ (পনের) দিন পর্যন্ত ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ Postal Vote BD অ্যাপের মাধ্যমে ভোট প্রদানের নিমিত্ত নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারবেন। সেলক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসারগণকে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর দ্রুততম সময়ে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের প্যানেল চূড়ান্ত করে তাদের অবহিত করতে হবে যাতে তাঁরা পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদানের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেন।

উল্লেখ্য, প্যানেলে অন্তর্ভুক্তি ক্ষেত্রে সরকারি. আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রাত্ব ব্যাংক, বীমা, কর্পোরেশন এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী পাওয়া না গেলে বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

১১। ছবিসহ ও ছবিছাড়া ভোটার তালিকার ব্যবহার: জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য বর্তমানে প্রণীত ছবিসহ ভোটার তালিকা ব্যবহার করতে হবে। শুধুমাত্র নির্বাচনের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা এবং ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণ ছবিসহ ভোটার তালিকা ব্যবহার করবেন। তবে প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টকে ছবিছাড়া ভোটার তালিকার সিডি ক্রয় করতে হবে এবং মুদ্রণ পূর্বক ব্যবহার করবেন। এ জন্য জেলা বা উপজেলা পর্যায় হতে অথবা রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের অফিস হতে মনোনয়নপত্র গ্রহণের সময় নির্বাচনি এলাকার আওতাধীন প্রতি ইউনিয়ন ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড (যদি থাকে) এর জন্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে এবং সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার প্রতি ওয়ার্ডের জন্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে ট্রেজারি চালান/পে-অর্ডার মাধ্যমে টাকা জমা দিতে হবে। ট্রেজারি চালানের কোড নম্বর "১০৬০১০১১০০১২৫-১৪২৩২৫৩"।

১২। মুদ্রিত ছবিসহ ভোটার তালিকার সাথে ছবিছাড়া সিডি যাচাই: প্রার্থীদেরকে সরবরাহকৃত ছবিছাড়া ভোটার তালিকার সিডির সাথে ছবিসহ ভোটার তালিকা শতভাগ যাচাই পূর্বক মুদ্রণ করে ভোটকেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক

১১.১২.২৫
(মোহাম্মদ মনির হোসেন)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
E-mail: sasemc১@gmail.com

বিতরণঃ
১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
২। আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা ও রিটার্নিং অফিসার
৩। জেলা প্রশাসক, (সকল) ও রিটার্নিং অফিসার

নম্বর-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০০৯.২৫-৩৭০

তারিখ: ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ / ১১ ডিসেম্বর ২০২৫

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):
১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৪. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. সচিব, আপন বিভাগ/জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।
৭. সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৮. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাব/কোস্টগার্ড/এনটিএমসি/ডিজিএফআই/এনএসআই, ঢাকা
৯. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সকল)
১০. মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১২. বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং অফিসার...(সংশ্লিষ্ট)
১৩. বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
১৪. পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ (সকল)
১৫. উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, (সকল রেঞ্জ)

১৬. প্রকল্প পরিচালক, আইডিইএ (২য় পর্যায়) প্রকল্প, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৭. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৮. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা
১৯. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
২০. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, (সকল)
২১. জেলা প্রশাসক (সকল) ও রিটার্নিং অফিসার
২২. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি), বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
২৩. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]
২৪. পুলিশ সুপার, (সকল)
২৫. উপসচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সকল)
২৬. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, (সকল)
২৭. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [উক্ত বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করার অনুরোধসহ]
২৮. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, ...(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার।
২৯. ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার।
৩০. .... সহকারী রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)
৩১. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, (সকল)
৩২. জেলা তথ্য অফিসার, (সকল)
৩৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (সকল) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৩৪. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার-এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩৫. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব .... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩৬. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩৭. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব .... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৩৮. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার,.......................... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৩৯. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার (সকল)
৪০. অফিসার ইন-চার্জ, (সকল)

১১/১২/২০২৫

(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-১ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৬১০
E-mail: sasemc1@gmail.com

পরিশিষ্ট-ক
(নমুনা)

গণ-বিজ্ঞপ্তি

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (২) অনুসারে আমি ....
(নাম)
.... ও রিটার্নিং অফিসার এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে,
(পদবি)
জাতীয় সংসদ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন **..... ডিসেম্বর ২০২৫ / ......অগ্রহায়ণ ১৪৩২** তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার ভোটারগণকে স্ব-স্ব নির্বাচনি এলাকা হতে একজন জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত করার জন্য নিম্নলিখিত সময়সূচি ঘোষণা করেছেন:

রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ	:	১৪ পৌষ ১৪৩২ ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫	সোমবার
রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ	:	১৫-২০ পৌষ ১৪৩২ ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৪ জানুয়ারি ২০২৬	মঙ্গলবার-রবিবার
মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের তারিখ	:	২১-২৭ পৌষ ১৪৩২ ০৫-১১ জানুয়ারি ২০২৬	সোমবার-রবিবার
আপিল নিস্পত্তির তারিখ	:	২৮ পৌষ-০৪ মাঘ ১৪৩২ ১২-১৮ জানুয়ারি ২০২৬	সোমবার-রবিবার
প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	:	০৬ মাঘ ১৪৩২ ২০ জানুয়ারি ২০২৬	মঙ্গলবার
প্রতীক বরাদ্দের তারিখ	:	০৭ মাঘ ১৪৩২ ২১ জানুয়ারি ২০২৬	বুধবার
ভোটগ্রহণের তারিখ	:	**২৯ মাঘ ১৪৩২** **১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬**	**বৃহস্পতিবার**

আগামী ২৯ মাঘ ১৪৩২/১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ, বৃহস্পতিবার, সকাল ৭:৩০ ঘটিকা হইতে বিকাল ৪:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

২। পূর্বোল্লিখিত আদেশের অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (৩) অনুসারে ....
(নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম)
নির্বাচনি এলাকার সকল বাসিন্দাদের জ্ঞাতার্থে আমি আরও জানাচ্ছি যে, আগামি **..... ডিসেম্বর ২০২৫ / ......পৌষ ১৪৩২** তারিখ অথবা উক্ত দিনের পূর্ববর্তী কোন দিনে সকাল ০৯টা হতে বিকাল ০৫টা পর্যন্ত উল্লিখিত নির্বাচনি এলাকা হতে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য ইচ্ছুক প্রার্থীদের নিকট হতে আমার কার্যালয়ে.. এবং
(কার্যালয়ের নাম ও ঠিকানা)
আমার সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে .... মনোনয়নপত্র গৃহীত হবে।

তারিখ: [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর, নাম ও পদবি
নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম

জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সংক্রান্ত বিধান

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ বিধান রয়েছে-

"৬৬। (১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত বিধান-সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি

(ক) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;

(খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

(গ) তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন;

(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন **দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত** হন এবং তাহার মুক্তিলাভের পর **পাঁচ বৎসরকাল** অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া থাকেন;

(চ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা

(ছ) তিনি কোন আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন।

(২ক) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (গ) উপ-দফা তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইয়া কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিলে এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি-

(ক) দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে, বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিলে; কিংবা

(খ) অন্য ক্ষেত্রে, পুনরায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে-

এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী হইবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না। "

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের "প্রজাতন্ত্রের কর্ম" এবং "সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ" এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ-

"প্রজাতন্ত্রের কর্ম" অর্থ অসামরিক বা সামরিক ক্ষমতায় বাংলাদেশ সরকার-সংক্রান্ত যে কোন কর্ম, চাকুরী বা পদ এবং আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্ম বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে, এইরূপ অন্য কোন কর্ম;

"সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ" অর্থ যে কোন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, যাহার কার্যাবলী বা প্রধান প্রধান কার্য কোন আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ বা বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন চুক্তিপত্র-দ্বারা অর্পিত হয়।

৩। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২(১) অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ বিধান রয়েছে-

**** **** **** **** **** **** **** **** ****

১২। [১][(১) কোনো নির্বাচনি এলাকার যে কোনো ভোটার উক্ত এলাকার সদস্য নির্বাচনের জন্য সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের দফা (১) এর অধীন সদস্য হইবার যোগ্য যে কোনো ব্যক্তির নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার, বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি-

(ক) তিনি কোনো নির্বাচনি এলাকায় ভোটার হিসাবে তালিকাভুক্ত না থাকেন;

(কক) তিনি কোন আদালক কর্তৃক ফেরারী বা পলাতক আসামী হিসাবে ঘোষিত হইয়া থাকেন;

---

[১] দফা (১) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৬ (ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(খ) তিনি কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত না হন বা একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী না হন;

(গ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন;"

(ঘ) তিনি অনুচ্ছেদ ৭৩, ৭৪, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪ ও ৮৬ এর অধীন কোনো অপরাধের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন **দুই বৎসরের কারাদণ্ডে** দণ্ডিত হইয়া থাকেন এবং তাহার মুক্তিলাভের তারিখের পর **পাঁচ বৎসরকাল** অতিবাহিত না হয়;

(ঙ) অনুচ্ছেদ ৬৩ এর দফা (১) এর অধীন উপ-দফা (গ), (ঘ) ও (ঙ) এ উল্লিখিত যে কোনো কারণে কোনো ব্যক্তির কোনো আসনে তাহার নির্বাচন অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হয় এবং এইরূপ ঘোষণার তারিখের পর **পাঁচ বৎসরকাল** অতিবাহিত না হয়;

(চ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের বা প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের কোনো চাকরি হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন বা অবসরে গমন করিয়াছেন এবং তাহার পদত্যাগ বা অবসরে গমনের পর **তিন বৎসর** অতিবাহিত না হয়;

(ছ) তিনি দুর্নীতির কারণে প্রজাতন্ত্রের বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের চাকরি হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত বা বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহার বরখাস্ত, অপসারণ বা বাধ্যতামূলক অবসরের পর **পাঁচ বৎসরকাল** অতিবাহিত না হয়;

(জ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের বা প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের কোনো চাকরি হইতে অবসর গমনের পরপরই অনুরূপ চাকরিতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং উক্তরূপ চুক্তির মেয়াদ অতিক্রান্ত বা বাতিল হইবার পর **তিন বৎসর** অতিবাহিত না হয়;

(ঝ) তিনি, কোনো বিদেশি রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান হইতে অনুদান বা তহবিল গ্রহণ করিয়া এইরূপ একটি বেসরকারি সংস্থার কার্যনির্বাহী পদে কর্মরত আছেন অথবা এই ধরনের পদ হইতে পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণ করিয়াছেন বা পদচ্যুত হইয়াছেন এবং উক্তরূপ পদত্যাগ, অবসর বা পদচ্যুতির পর **তিন বৎসর** অতিবাহিত না হয়;

(ঞ) [২][***]

(ট) কোনো সমবায় সমিতি এবং সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ব্যতীত, সরকারের নিকট পণ্য সরবরাহ করিবার জন্য বা সরকার কর্তৃক গৃহীত কোনো চুক্তির বাস্তবায়ন বা সেবা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য, তিনি তাহার স্বীয় নামে বা ট্রাস্টি হিসাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নামে, বা তাহার সুবিধার্থে বা তাহার উপলক্ষ্যে বা কোনো হিন্দু যৌথ পরিবারের সদস্য হিসাবে তাহার কোনো অংশ বা স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া থাকেন;

(ঠ) তিনি, কৃষি কার্যের জন্য গৃহীত ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ ব্যতীত, ঋণগ্রহীতা হিসাবে মনোনয়নপত্র দাখিলের দিনের [৩][***] পূর্বে তৎকর্তৃক কোনো ব্যাংক হইতে গৃহীত কোনো ঋণ বা উহার কোনো কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হইয়া থাকেন;

(ড) তিনি এইরূপ কোনো কোম্পানির পরিচালক বা ফার্মের অংশীদার হন [৪][যাহা] কোনো ব্যাংক হইতে গৃহীত কোনো ঋণ বা উহার কোনো কিস্তি, মনোনয়নপত্র দাখিলের দিনের [৫][***] পূর্বে [৬][সংশ্লিষ্ট কোম্পানি বা ফার্ম] কর্তৃক পরিশোধে ব্যর্থ হইয়াছেন;

(ঢ) তিনি ব্যক্তিগতভাবে টেলিফোন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি বা সরকারের সেবা প্রদানকারী কোনো সংস্থার অন্য কোনো বিল মনোনয়নপত্র দাখিলের দিনের [৭][***] পূর্বে পরিশোধে ব্যর্থ হইয়াছেন;

[৮][(ণ) তিনি The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) এর অধীন কোনো অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছেন।]

---

[২] উপ-দফা (ঞ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর এর ধারা ৫(ক)(১) দ্বারা বিলুপ্ত।

[২] "সাত দিন" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩(ক)(অ) দ্বারা বিলুপ্ত।

[৪] "যাহা" শব্দটি "যিনি" এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(২) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] "সাত দিন" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৩(ক) দ্বারা বিলুপ্ত।

[৬] "সংশ্লিষ্ট কোম্পানি বা ফার্ম" শব্দগুলি "তাহার" শব্দটির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(২) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৭] "সাত দিন" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩(ক)(আ) দ্বারা বিলুপ্ত।

[৮] উপ-দফা (ণ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(৩) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

ব্যাখ্যা ১।- "লাভজনক পদ" অর্থ প্রজাতন্ত্র বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সরকারের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের অধিক শেয়ার রহিয়াছে এইরূপ কোনো কোম্পানির কোনো অফিসে সার্বক্ষণিক কোনো পদ বা পদমর্যাদায় বা এইরূপ কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহী হিসাবে অধিষ্ঠিত থাকা।"

ব্যাখ্যা ২।– দফা (ট) এর অধীন আরোপিত অযোগ্যতা কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যেক্ষেত্রে-

(অ) চুক্তির কোনো অংশ বা স্বার্থ উত্তরাধিকারসূত্রে বা উইলসূত্রে তাহার নিকট প্রাপক, নির্বাহক বা ব্যবস্থাপক হিসাবে হস্তান্তরিত হয়, যদিনা উহা হস্তান্তরিত হইবার পর ছয় মাস বা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মঞ্জুরকৃত উহার অধিক সময়, অতিবাহিত হয়; অথবা

(আ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪, (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো পাবলিক কোম্পানির দ্বারা বা পক্ষে চুক্তিটি সম্পাদিত হইয়াছে এবং তিনি উহার একজন শেয়ার হোল্ডার মাত্র, তবে উহার অধীন তিনি কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত পরিচালক নহেন বা ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিও নহেন; অথবা

(ই) তিনি কোনো হিন্দু যৌথ পরিবারের সদস্য এবং তাহার অংশ বা স্বার্থ নাই এইরূপ কোনো স্বতন্ত্র ব্যবসা পরিচালনাকালে পরিবারের অন্য কোনো সদস্য কর্তৃক চুক্তিটি সম্পাদিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ৩।- "ব্যাংক" অর্থ-

(ক) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১, (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো "ব্যাংক কোম্পানী";

[৯][(খ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪, (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক;]

[১০][***]

(ঘ) The Bangladesh House Building Finance Corporation Order, 1973 (P.O.No. 17 of 1973) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন";

(ঙ) The Bangladesh Krishi Bank Order, 1973 (P.O.No. 27 of 1973) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক";

(চ) The Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976 (Ord.No. XI of 1976) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ";

(ছ) The Rajshahi Krishi Unnayan Bank Ordinance,1986 (Ord.No. LVIII of 1986) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক";

(জ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪, (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "বেসিক ব্যাংক লিমিটেড" (বাংলাদেশ ক্ষুদ্র শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যাংক লিমিটেড)।

ব্যাখ্যা ৪।- "ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ" অর্থ চা বা তামাক ব্যতীত, সকল প্রকারের ফসল ঋণ, এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত স্বল্প মেয়াদি ঋণ এবং সেচযন্ত্রপাতি, পশুপালন, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, কৃষিযন্ত্রপাতি, নার্সারি ও উদ্যানভিত্তিক ফসল, পানচাষ, জলমহাল ব্যবস্থাপনা এবং রেশমগুটি উৎপাদন, তুঁতগাছ, লাক্ষা গাছ, খয়ের, ইত্যাদি উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রদত্ত দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহার পরিমাণ প্রত্যেকটি ঋণের বিপরীতে সুদে আসলে এক লক্ষ টাকার অধিক হইবে না।

ব্যাখ্যা ৫।- কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি বা ফার্ম অনুচ্ছেদ ১২(১) এর উপদফা (ঠ) ও (ড) এ উল্লিখিত কোনো ঋণ বা কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন যদি তিনি বা উহা ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর অধীন সংজ্ঞায়িত ''ঋণ খেলাপি'' অভিব্যক্তি অর্থে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংজ্ঞায়িত অর্থে একজন খেলাপি হন বা হয়। খেলাপির তালিকা বংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি হইতে বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে পাওয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা ৬।- ''আর্থিক প্রতিষ্ঠান'' অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

ব্যাখ্যা ৭।- অনুচ্ছেদ ১২ (১) এর উপ-দফা (ঝ) এ উল্লিখিত ''প্রধান নির্বাহী'' অর্থ কোনো বেসরকারি সংস্থার সার্বক্ষণিক প্রধান নির্বাহী যিনি মাসিক বেতন ও তাহার পদমর্যাদা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন।]

[১১][(১ক) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সন্দেহ দূরীকরণের জন্য এই মর্মে ঘোষণা করা যাইতেছে যে, কেবল [১২][সিটি]

---

[৯] দফা (খ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(৪)(১) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১০] দফা (গ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(৪)(২) দ্বারা বিলুপ্ত।

কর্পোরেশনের প্রশাসক বা উপ-প্রশাসক অথবা একজন [১৩][ওয়ার্ড কমিশনার] হওয়ার কারণে একজন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে অথবা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবেন না।]

(২) নির্ধারিত ফরমে প্রত্যেক মনোনয়ন প্রস্তাব পৃথক মনোনয়নপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে যাহা প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে, যথা:-

(ক) প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি ঘোষণা যে, তিনি মনোনয়নে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার বা সদস্য থাকিবার কোনো অযোগ্যতা নাই; [১৪][***]

(খ) প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক এই মর্মে একটি ঘোষণা যে, তাহাদের কেহ প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসাবে অন্য কোনো মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করেন নাই[১৫][; এবং]

[১৬][(গ) প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি ঘোষণা যে, তিনি তিনটির অধিক নির্বাচনি এলাকার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেন নাই।]

[১৭][(৩) প্রত্যেক মনোনয়নপত্র নিম্নবর্ণিতভাবে দাখিল করিতে হইবে, যথা:-

১২(৩) প্রত্যেক মনোনয়নপত্র প্রার্থী কর্তৃক, বা তাহার প্রস্তাবক বা সমর্থনকারী কর্তৃক রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন এবং তিনি মনোনয়নপত্রটি গ্রহণ করিয়া তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকারের একটি রসিদ প্রদান করিবেন।”

[১৮][(৩ক) দফা (২) এর অধীন প্রত্যেক মনোনয়নপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত দলিলাদি সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা:-

(ক) স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন সংবলিত স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থী ইতঃপূর্বে জাতীয় সংসদের কোনো নির্বাচনে সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকিলে, উক্ত তালিকা প্রদানের প্রয়োজন হইবে না;

(খ) নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের পক্ষে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদাধিকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র যে, প্রার্থীকে উক্ত দলের পক্ষ হইতে মনোনয়ন প্রদান করা হইয়াছে:

[১৯][তবে শর্ত থাকে যে, কোনো নিবন্ধিত দলের পক্ষ হইতে প্রাথমিকভাবে একাধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদান করা যাইবে এবং একের অধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদান করা হইলে তাহাদের প্রার্থিতা অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (২) সাপেক্ষ হইবে।]

(৩খ) উপ-দফা (২) এর অধীন প্রত্যেক মনোনয়নপত্রের সহিত প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি হলফনামা যাহার সহিত সর্বশেষ করবছরের আয়কর রিটার্নের কপি সংযুক্ত করিয়া দাখিল করিতে হইবে যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি ও বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে, যথা:-

(ক) তৎকর্তৃক অর্জিত সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি;

(খ) বর্তমানে তিনি কোনো ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত আছেন কি না;

(গ) অতীতে তাহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোনো ফৌজদারি মামলার রেকর্ড আছে কি না, থাকিলে, উহার রায়;

(ঘ) তাহার ব্যবসা বা পেশার বিবরণী;

(ঙ) দেশে ও বিদেশে তাহার সম্ভাব্য আয়ের উৎসসমূহ;

(চ) দেশে ও বিদেশে তাহার নিজের বা তাহার উপর নির্ভরশীলদের পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী;

(ছ) অতীতে তিনি সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইয়া থাকিলে, নির্বাচনের পূর্বে ভোটারদের কি কি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং উক্ত প্রতিশ্রুতির কতগুলি পূরণ করা সম্ভব হইয়াছিল; [২০][***]

---

[১১] দফা (১ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (ষষ্ঠ সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ৪৯ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১২] “সিটি” শব্দটি “মিউনিসিপল” শব্দটির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১৩] “ওয়ার্ড কমিশনার” শব্দগুলি “উহার ওয়ার্ড কমিটির চেয়ারম্যান বা মেম্বার” শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১৪] “এবং” শব্দটি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৬(খ)(অ) দ্বারা বিলুপ্ত।

[১৫] সেমিকোলন (;) চিহ্নটি এবং “এবং” শব্দটি দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৬(খ)(আ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১৬] উপ-দফা (গ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৬(খ) দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১৭] দফা (৩) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৩(খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১৮] দফা (৩ক) এবং (৩খ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৬(গ) দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১৯] শর্তটি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২০] “এবং” শব্দটি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন)আইন, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩(খ)(অ) দ্বারা বিলুপ্ত।

(জ) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে তৎকর্তৃক একক বা যৌথভাবে বা তাহার উপর নির্ভরশীল সদস্য কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ অথবা কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালক হইবার কারণে উক্ত সকল প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ [২১][;]

[২২][(ঝ) আয়কর আইন, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬৬ এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্নের প্রত্যয়িত অনুলিপি এবং উক্ত আইনের ধারা ২৬৪ এর বিধান অনুসারে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র।]

ব্যাখ্যা।- "নির্ভরশীল'' অর্থ প্রার্থীর স্ত্রী বা স্বামী এবং তাহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভ্রাতা বা ভগ্নিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৪) কোনো ব্যক্তিকে একাধিক মনোনয়নপত্র দ্বারা একই নির্বাচনি এলাকার জন্য মনোনয়ন প্রদান করা যাইবে, [২৩][,এবং মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার উভয়ের নিকট দাখিল করা যাইবে।]

(৫) যদি কোনো ব্যক্তি একাধিক মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করেন, তাহা হইলে [২৪][অনুচ্ছেদ ১৪ এর দফা (৩ক) এর অধীন বৈধ হিসাবে প্রাপ্ত একটি মনোনয়নপত্র ব্যতীত] অন্য সকল মনোনয়নপত্র বাতিল হইয়া যাইবে।

(৬) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে একটি ক্রমিক নম্বর প্রদান করিবেন এবং উহাতে দাখিলকারীর নাম এবং প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তিনি কখন ও কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন তাহা উক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিবেন।

[২৫][(৬ক) সহকারী রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে একটি ক্রমিক নম্বর প্রদান করিবেন এবং উহাতে দাখিলকারীর নাম এবং প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার কখন ও কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন তাহা উক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিবেন এবং মনোনয়নপত্র গ্রহণের সময় শেষ হইবার পর অবিলম্বে তৎকর্তৃক প্রাপ্ত সকল মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।]

(৭) রিটার্নিং অফিসার তৎকর্তৃক প্রাপ্ত [২৬][বা দফা (৬ক) এর অধীন সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত এবং তাহার নিকট প্রেরিত] প্রত্যেক মনোনয়নপত্র সম্পর্কে উহাতে প্রদর্শিত প্রার্থীর বিস্তারিত বিবরণ এবং মনোনয়নকারী ও সমর্থনকারীর নাম সংবলিত একটি বিজ্ঞপ্তি তাহার অফিসের কোনো দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে সাঁটিয়া দিবেন, এবং মনোনয়নপত্রের সহিত প্রার্থী বা প্রার্থীগণের প্রদত্ত হলফনামা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবেন।"

(৮) এই আদেশ এর অন্যত্র বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো সংসদ-সদস্য তাঁহার নির্বাচনের পর উপরি বর্ণিত অযোগ্যতার অধীন হইয়াছেন কি না, মর্মে কোনো বিরোধ দেখা দিলে, নির্বাচন কমিশন স্বীয় উদ্যোগে বা অন্য কোনোভাবে জ্ঞাত হইয়া, যেইভাবে উপযুক্ত মনে করিবে, সেইভাবে অনুরূপ বিরোধ শুনানী ও নিস্পত্তি করিতে পারিবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক গৃহিত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

---

[২১] সেমিকোলন ";" চিহ্নটি দাঁড়ি "। " চিহ্নের পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন)আইন, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩(খ)(আ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২২] দফা (ঝ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন)আইন, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩(খ)(আ) দ্বারা সংযোজিত।

[২৩] ", এবং মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার উভয়ের নিকট দাখিল করা যাইবে" কমা এবং শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২৪] "অনুচ্ছেদ ১৪ এর দফা (৩ক) এর অধীন বৈধ হিসাবে প্রাপ্ত একটি মনোনয়নপত্র ব্যতীত" শব্দগুলি "রিটার্নিং অফিসার বা, ক্ষেত্রমত, সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রথমে প্রাপ্ত মনোনয়নপত্র ব্যতীত" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে, বন্ধনী এবং সংখ্যা গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(গ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২৫ দফা (৬ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

২৬ "বা দফা (৬ক) এর অধীন সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত এবং তাহার নিকট প্রেরিত" শব্দ, বন্ধনী এবং অক্ষর গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।